ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বয়স ২৫ বছর। আজকের নতুন প্রজন্ম দেশটিতে নতুন বিপ্লবের mPbv করছে। যা বদলে w`‡"Q রক্ষণশীল ইরানকে... লিখেছেন হাসান মূর্তাজা

ইরানে পালাবদল

লালেহ সিদ্দিক : বদলে যাওয়া ইরানের প্রতীক

সমঅধিকারের দাবিতে তেহরানে বিক্ষোভ

ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে ইরানি নারীদের বাধ্যতামূলক ওভারকোট

ইরান বদলে যাচ্ছে। লালেহ সিদ্দিককে বলা যেতে পারে সেই বদলে যাওয়া ইরানের প্রতীক। ২৮ বছরের এই তরুণী বছরের গোড়াতে দেশজুড়ে হৈচৈ ফেলে দেন। ইরানের মতো দেশে এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসেন লালেহ। জাতীয় রেসিং চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতেন তিনি। তাও আবার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে।

অথচ ইরানের রক্ষণশীল আইনে কোনো প্রতিযোগিতায় নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ বৈধ নয়। বলা ভালো, বৈধ ছিল না। পুরুষের সঙ্গে একই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অনুমতি পেতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল লালেহকে। গত বছর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রার্থনা করে জাতীয় রেসিং ফেডারেশনের নামে আদালতে আর্জি জানান তিনি। তার আবেদন গৃহীত হয়। মোটরগাড়ি চালানো প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সঙ্গে একত্রে অংশগ্রহণ করেন। পরিণত হন বিপ্লব-উত্তর ইরানে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সঙ্গে সুযোগ পাওয়া প্রথম নারীতে। এবং প্রথম সুযোগেই বাজিমাৎ।

রাষ্ট্রীয় টিভি যদিও লালেহের এই কীর্তি সচিত্র প্রচার করেনি। কেননা, ডায়াসে পুরুষদের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। প্রচার করেছে পত্রিকাগুলো। বিশেষত নারীদের ম্যাগাজিন 'জানানা'। ছবিতে দেখা যায়, মেডেল গ্রহণের সময় লালেহর দীঘল কালো চুল শক্ত করে বাঁধা স্কার্ফে। রেসিং ইউনিফর্মের ওপর ওভারকোট চড়ানো। এমন পোশাকের শর্ত দিয়েছিল রেস আয়োজকরা। সত্য হলো, পোশাকের নিচে বদলে গেছে অনেক কিছু।

ইরানকে বদলে দিচ্ছে দেশটির তারুণ্য। ৭০ শতাংশ ইরানির বয়স ৩৫-এর নিচে। তারুণ্যের উদারনৈতিক মনমানসিকতা ক্রমেই ভেঙে ফেলছে রক্ষণশীলতার বেড়াজাল। চাপ সৃষ্টি করছে ব্যক্তিস্বাধীনতা আর স্বতন্ত্র জীবনধারার পক্ষে। তেহরানে দেখা যাবে, মেয়েদের বহুবর্ণিল স্কার্ফগুলো খুবই হালকা করে বাঁধা। পার্লার চর্চিত চুল বেরিয়ে এসেছে বাধাহীন। বাধ্যতামূলক ওভারকোটও ক্রমেই সংকুচিত আর আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে।

তেহরানের রাজপথে হাঁটলে চোখে পড়বে পশ্চিমা বিশেষত মার্কিন ভোগ্যপণ্যের ঢাউস আকৃতির সব বিলবোর্ড। গ্যাপ, ডিজেল, বেনেটন, ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকার মায় মহিলাদের অন্তর্বাস 'ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের' বিজ্ঞাপন পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে এসব বিলবোর্ডে। আবার এই রাজপথেই এ বছর পালিত হলো ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ২৫তম বার্ষিকী। সেখানে ডাক দেয়া হলো মার্কিন পণ্য বর্জনের। মার্কিন পণ্যের তালিকা সংবলিত লিফলেটও বিতরণ করা হলো। বলা হলো, কেলভিন ক্লেইনের পোশাক বর্জন করা উচিত। কেননা, তারা ইসরায়েলের সঙ্গে ব্যবসা করে। আদতে দেখা গেল, তেহরানের বিলবোর্ডগুলোতে, যেখানে এক সময় আয়াতুল্লাহ খামেনি আর ইরান-ইরাক যুদ্ধে নিহত সেনাদের ছবি শোভা পেত, সেখানে ঝুলছে কেলভিন ক্লেইনের বিজ্ঞাপন। যদিও ক্লেইন কিংবা ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের মতো মার্কিন কোম্পানিগুলোর ইরানে ব্যবসা নিষিদ্ধ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে। কিন্তু ইরানি

ব্যবসায়ীদের কল্যাণে মার্কিন ব্র্যান্ড পণ্যে দেশটির বাজার সয়লাব। এই ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে এসব পণ্য কিনে এনে তাদের দোকানে বিক্রি করেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নাম বদলে। ইরানের তরুণ শ্রেণীর কাছে আমেরিকার ব্র্যান্ড দারুণ জনপ্রিয়।

২৫ বছর আগে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব দেশটির ২ হাজার ৫০০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল। সর্বশেষ রাজা রেজা শাহ পাহলভীর শাসনকালে পশ্চিমা কায়দায় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল ইরানিরা। খোমেনি সেখানে আরোপ করেন রক্ষণশীল জীবন ব্যবস্থা। শাহ এবং খোমেনি- দু'আমলই দেখেছেন এমন অনেক ইরানি মনে করেন, দেশ এখন শাহের আমলের মতোই। কেবল মেয়েদের মাথার স্কার্ফ আর 'আমেরিকা নিপাত যাক' এই স্লোগান বাদে।

বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে মেয়েদের পোশাকের ব্যাপারে যে কড়াকড়ি ছিল তার অনেকটাই এখন শিথিল হয়ে গেছে। ইরানে নারীদের বাধ্যতামূলকভাবে ওভারকোট বা 'রুপোশ' পরতে হয়। ইদানীং অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী মেয়েদের রুপোশ ছোট হতে হতে উরুর ওপরে উঠে গেছে। প্রতি বছরই তা কয়েক ইঞ্চি করে কমে যাচ্ছে। আর রুপোশগুলো সঙ্কুচিত হতে হতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে সেগুলো বরং নারীদেহের ভাঁজগুলোকে আরো স্পষ্ট করে। ঢোলা সালোয়ারের জায়গায় উঠে এসেছে টাইট জিন্স। জিন্সগুলোও ক্রমেই ওপরের দিকে উঠছে। পশ্চিমা এক সাংবাদিক কথা বলছিলেন ইরানি মহিলাদের সঙ্গে। একজন বললেন, 'কদিন পরেই তোমার আর আমার মাঝে বলার মতো কোনো পার্থক্য থাকবে না।'

ইরানের বদলে যাওয়ার দৃশ্যটা আরো পরিষ্কার ধরা পড়ে রাজপথগুলোতে। তেহরান কসমোপলিটন শহর। রাজপথে রাজ্যের গাড়ি। ড্রাইভিং সিটে অসংখ্য নারী। আরব দেশগুলোতে এ দৃশ্য বিরল। বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে চেকপয়েন্টগুলোতে ধর্মীয় পুলিশ স্কোয়াড রাতেরবেলা পাহারা দিত। স্বামী কিংবা আত্মীয় ছাড়া কোনো নারী গাড়ি চালিয়ে গেলেই তাকে আটক করা হতো। এখন ইরানের রাজপথে সেই ভীমদর্শন নীতিরক্ষকরা আর নেই। সে জায়গায় এসেছে ট্রাফিক পুলিশ আর মিটার পরিদর্শক। তারা ব্যস্ত রাজপথে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে। ইরানে যেকোনো বয়সী নারী-পুরুষ গাড়ি ড্রাইভ করতে পারে। কাজেই সড়ক দুর্ঘটনার হারও বিশ্বের মধ্যে অন্যতম। ইরানের রাজধানীর রাজপথগুলোর দু'পাশে বিলবোর্ডে ফার্সি আর ইংরেজিতে উৎকীর্ণ : 'সিটবেল্ট বাঁধা বাধ্যতামূলক'। নতুন ট্রাফিক পুলিশরা এখন পুরুষ আত্মীয় নয়, সিটবেল্টটা ঠিকমতো বাঁধা আছে কি না সেটাই তদারক করে।

রাত ৯টার পর তেহরানের রাজপথে নরক

তেহরানের রাজপথে আধুনিক ইরানি নারী

গুলজার। ট্রাফিক পুলিশরা ব্যারাকে ফিরে যায় এ সময়। কাজেই ডানে-বামে, সামনে-পেছনে ইচ্ছেমতো চলতে থাকে গাড়ি। ইরানের তরুণদের কাছে এ সময়টা বিশেষ প্রিয়। বিশেষত বৃহস্পতিবার রাতে আফ্রিকা বুলভার্ড এবং অন্যান্য রাজপথে তরুণরা রাস্তায় জ্যাম বাধিয়ে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ আকর্ষণের প্রতিযোগিতায় নামে। জ্যামে আটকে পড়া গাড়ির জানালায় মাথা গলিয়ে চলতে থাকে টুকরো প্রেমালাপ, মোবাইল ফোনের নম্বর বিনিময়। ভাগ্যের শিকে ছিঁড়লে সেখান থেকেই তেহরানের বাইরে পিজা পার্লারগুলোয় ডেটিং।

জনসম্মুখে ডেটিং তেহরানে এখন চোখ সওয়া ব্যাপার। পিতামাতার সম্মতি থাকলেই চলে। বিপ্লবের প্রথম দিকে স্বামী-¯x ছাড়া কোন জুটির হাত ধরে হাঁটার সাহস ছিল না। সিনেমা হলগুলোতে পরিদর্শকরা টর্চ জ্বালিয়ে দেখতো কোনো 'অভদ্র' আচরণ হচ্ছে কি না। উপরন্তু মোট বিয়েশাদীর অর্ধেকেরই হতো পারিবারিক আয়োজনে। আর এখন ইরানিরাই বলে, হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাওয়া জুটিদের অধিকাংশই অবিবাহিত। প্রেমের বিয়ের সংখ্যা কেবলই বাড়ছে। থিয়েটারেও এখন কেউ টর্চ জ্বালিয়ে সভ্য আচরণ শেখাতে যায় না। আর ইরানের সিনেমা হলগুলোতে এখন চলে 'কিল বিল' বা 'ফারেনহাইট ৯/১১'-র মতো হলিউডের সদ্য মুক্তি পাওয়া সিনেমা।

সরকারের অবস্থা তথৈবচ। পশ্চিমা সাংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালিয়ে সরকার ক্লান্ত। এখন দেখেও না দেখার ভান করতে হচ্ছে। এক সময় পশ্চিমা সংগীত, সিনেমা বা ফ্যাশনের সিডি খুঁজতে হতো চোরাকারবারীদের কাছে। এখন শহরের সবচেয়ে পশ্ সুপার মার্কেটগুলোতে থরে থরে সাজানো থাকে ব্রিটনি স্পিয়ার্স বা অ্যামিনেম। কিন্তু সম্প্রতি ইরানি বন্ড আরিয়ানের কনসার্ট স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া সুইস, জার্মান এবং তুর্কি অ্যাম্বাসি আয়োজিত পাবলিক কনসার্টে হাঙ্গামা হয়েছে। অনেক কনসার্টের অনুমতি দেয়নি সরকার। এছাড়া তুর্কি রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীর এক সংগীত সন্ধ্যা নিয়েও ঝামেলা করেছে সরকার। অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিলেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেক মহিলাকে পুলিশ পরে আটক করে। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, ইরানের সরকার আসলে সংস্কৃতির প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। সংস্কৃতি পালনের স্বাধীনতা কতটুকু হবে তা তারা নিশ্চিত নয়।

এরপরও ইরানের বদলে যাওয়া থেমে নেই। সুপার মার্কেটগুলোতে ক্যানভর্তি শূকরের মাংস থেকে শুরু করে একান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তির মোবাইল ফোনে হালে মুক্তি পাওয়া গানের রিংটোন সবই চোখে পড়বে পথ চলতে। রক্ষণশীলদের লৌহশাসন যে ক্ষয়িষ্ণু এটা বেশ বোঝা যায়।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪